গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.modmr.gov.bd

নং- ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০২০.২৬৬

তারিখঃ ২১/০৪/২০২০খ্রি:
সময়ঃ দুপুর ২.০০ টা

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

সমূদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ২১ এপ্রিল ২০২০ খ্রি: সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিমি বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। সেই সাথে বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদী বন্দরসমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

পূর্বাভাসঃ ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া ও বিজলী চমকানো সহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৪.৮	৩০.৩	৩৫.৩	৩১.০	৩৪.৫	৩১.২	৩৬.৬	৩৪.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২১.৩	২২.৫	২২.৪	২০.৪	২২.০	১৭.৪	২২.৫	২১.০

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল যশোর ৩৬.৬° এবং আজকের সর্বনিম্ন শ্রীমঙ্গল ১৭.৪° সেঃ।

বজ্রপাতঃ

সারাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যুর তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

১। **শরীয়তপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, শরীয়তপুর স্বারক নং ৫১.০১.৮৬০০.০১৬.৪০.০১০.২০.২৫৮ তারিখ ২০/০৪/২০২০ খ্রি: পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন গত ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখে শরীয়তপুর জেলার ডমুড্যা উপজেলায় বজ্রপাতে ০২ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। নিম্নে নিহতদের তথ্য দেওয়া হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	নাম,বয়স, পদবী ও ঠিকানা	মন্তব্য
১।	**শরীয়তপুর**	মোস্তাফিজুর রহমান (৪৬), সহকারী প্রকৌশলী, পল্লী বিদ্যুৎ ডামুড্যা জোনাল অফিস, শরীয়তপুর।	কোন আর্থিক সহায়তা এখনো প্রদান করা হয়নি।
২।	**শরীয়তপুর**	এ জি এম সাইফুল হক খান (৪৫),পল্লী বিদ্যুৎ ডামুড্যা জোনাল অফিস, শরীয়তপুর।	

২। **মাদারিপুরঃ** জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, মাদারিপুর এর হতে প্রাপ্ত ই-মেইল পত্রের মাধ্যমে জানানো হয় যে, মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলা গত ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ আকস্মিক বজ্রপাতে ০১ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। নিম্নে নিহতদের তথ্য দেওয়া হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	নাম,বয়স, পদবী ও ঠিকানা	মন্তব্য
১।	মাদারিপুর	মোছাঃ হালানি বেগম, স্বামী-কবির ফকির, গ্রাম-আউলিয়ার চর, উপজেলা-কালকিনি, জেলা-মাদারীপুর	কোন আর্থিক সহায়তা এখনো প্রদান করা হয়নি।

৩। **কিশোরগঞ্জ** মিঠামইন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ স্মারক নং ৫১.০১.৪৮৫৯.০০০.৪১.০০১.১৯-১২৩ তারিখ ২০/০৪/২০২০ খ্রি: পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন গত ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ কিশোরগঞ্জ জেলায় মিঠামইন উপজেলায় বজ্রপাতে ০১ জন ব্যক্তি নিহত হয়েছে। নিম্নে নিহতদের তথ্য দেওয়া হলোঃ

ক্রঃনং	জেলার নাম	নাম ও ঠিকানা	মন্তব্য
১।	কিশোরগঞ্জ	ইয়াছিন মিয়া (২৪), পিতাঃ মাহবুব, গ্রাম-বজকপুর, ইউনিয়ন-গোপদিঘী, উপজেলা-মিঠামইন, জেলা-কিশোরগঞ্জ	কোন আর্থিক সহায়তা এখনো প্রদান করা হয়নি।

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ১৯/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ২০/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ২০ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৮	০	০
২।	ময়মনসিংহ	০	০	০
৩।	বরিশাল	৪	০	০
৪।	সিলেট	১	০	০
৫।	রাজশাহী	১	০	০
৬।	রংপুর	০	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	৩	০	০
৮।	খুলনা	৩	০	০
	মোট	**২০**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। **বিশ্ব পরিস্থিতিঃ**

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	২৩,১৪,৬২১	২৯,৫৭৬
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	৭২,৮৪৬	২,২৫৭
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	১,৫৭,৮৪৭	১,২৭৫
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৫,২৯৬	৯০

২। **বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ**

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (২০/০৪/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	২,৭৭৯	২৬,৬০৪
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	৪৯২	২,৯৪৮
কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে রিকোভারিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১০	৮৫
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	১০	১০১

(গ) বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত তথ্য (গত ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ থেকে ২১/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

বিষয়	**সংখ্যা (জন)**
হাসপাতালে আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন মোট ব্যক্তির সংখ্যা	১,১৩৩
হাসপাতালে আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৩২৮
বর্তমানে হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৮০৫
মোট কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১,৬০,৮০৬
কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৭৭,০০৪
বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৮৩,৮০২
মোট হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১,৫৩,৭৯৪
হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৭৫,৮৬৩
বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনরত ব্যক্তির সংখ্যা	৭৭,৯৩১
হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৭,০১২
হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	১,১৪১
বর্তমানে হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৫,৮৭১

(ঘ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য ২১/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮ টার পূর্বের ২৪ ঘন্টার তথ্য):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২৪ ঘন্টায় (পূর্বের দিন সকাল ০৮ ঘটিকা থেকে অদ্য সকাল ০৮ ঘটিকা পর্যন্ত)									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		মোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড -১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	৫৪১	২৮০	-	-	৫৪১	২৮০	৬৮	১	-	-
০২	ময়মনসিংহ	২৮	৫৮	৩	-	৩১	৫৮	৫	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	৫৩৫	৩০০	১২৭৭	৫	১৮১২	৩০৫	১২	৩	-	-
০৪	রাজশাহী	১,১৯২	২৬৩	১১	২৪	১,২০৩	২৮৭	১৩	১৩	-	-
০৫	রংপুর	৯৬৬	৩৬৫	৩৪	৩	১,০০০	৩৬৮	২	-	-	-
০৬	খুলনা	৩৫২	৩৫৬	৫১	১৩৩	৪০৩	৪৮৯	৬	৭	-	-
০৭	বরিশাল	৩৫৭	১৪৮	৪০	-	৩৯৭	১৪৮	১৩	-	-	-
০৮	সিলেট	১৯৭	২১৪	৮	৪৩	২০৫	২৫৭	৫	৪	-	-
	সর্বমোট	৪,১৬৮	১,৯৮৪	১,৪২৪	২০৮	৫,৫৯২	২,১৯২	১২৪	২৪	-	-

(ঙ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য, ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ২১/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে সর্বমোট/অদ্যাবধি									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		সর্বমোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	২৪,৪৩৭	১৬,২৫১	১,০৯৮	১০৪	২৫,৫৩৫	১৬,৩৫৫	৪৫০	৬৭	১,১৬০	-
০২	ময়মনসিংহ	৪,০৫২	৩,১২১	১০৯	৩৭	৪,১৬১	৩,১৫৮	৭১	৩	৮১	-
০৩	চট্টগ্রাম	৫১,১৬৬	১৭,০৪৭	২,১৯০	১১২	৫৩,৩৫৬	১৭,১৫৯	১৭৩	৫৫	১১৮	-
০৪	রাজশাহী	১৬,৭৩৩	৮,১৬১	১৪৭	১০২	১৬,৮৮০	৮,২৬৩	৯০	৫৬	১২	-
০৫	রংপুর	২০,৪৮৪	৭,৩৯৯	৪৪২	৯৫	২০,৯২৬	৭,৪৯৪	৫৫	১৩	৫০	-
০৬	খুলনা	২২,৬৬২	১৬,৩২৩	২,৩৮১	৫৫০	২৫,০৪৩	১৬,৮৭৩	১৩৪	১০৯	৯	-
০৭	বরিশাল	৭,১০৯	৩,৫১২	৪৭৮	৪	৭,৫৮৭	৩,৫১৬	১২৮	১৩	৪৭	-
০৮	সিলেট	৭,১৫১	৪,০৪৯	১৬৭	১৩৭	৭,৩১৮	৪,১৮৬	৩২	১২	৮	-
	সর্বমোট	১,৫৩,৭৯৪	৭৫,৮৬৩	৭,০১২	১,১৪১	১,৬০,৮০৬	৭৭,০০৪	১,১৩৩	৩২৮	১,৪৩১	

(চ) প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নমুনা সংগ্রহ ও সম্পাদিত পরীক্ষার তথ্যাদি (১৯/০৪/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত):

প্রতিষ্ঠান		কোভিড-১৯পরীক্ষা		
		নমুনা সংগ্রহ (২৪ঘণ্টা)	পরীক্ষা (পূর্বের নমুনা সহ) (২৪ ঘণ্টা)	সর্বমোট
ঢাকায়	১) আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি	৭৬	৭৬	৬৯৮
	২) বিএসএমএমইউ	১৮৫	১৮৫	১,১৯৮
	৩) চাইল্ড হেলথ রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও ঢাকা শিশু হাসপাতাল	৩৬৭	৩৬৭	১,৫৩০
	৪) ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১০৪	১০৪	৬৯৭
	৫) আইসিডিডিআরবি	১৮২	০	১,২৫৪
	৬) আইদেশী	১৯৮	১৯৮	১০৩০
	৭) এনপিএমএল - আইপিএইচ	১৯৮	১৯৮	১,৯০৮
	৮) আইইডিসিআর	৪৬২	৪৬২	৬,০৯০
	৯) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার	৩০১	৩০১	২,২৫৩
	১০) মুগদা মেডিকেল কলেজ	৪	৪	৭৫
ঢাকার ভিতরে মোট		**২,০৭৭**	**১,৮৯৫**	**১৬,৭৩৩**
ঢাকার বাইরে	১) বিআইটিআইডি	১২২	১২২	১,৩৩৮
	২) কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ	১৩	১৩	৩৪৩
	৩) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ	১৬৮	১৬৮	১,৬২৮
	৪) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ	৮৪	৮৪	৮২৯
	৫) রংপুর মেডিকেল কলেজ	৯১	৯১	১,২০০
	৬)সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ	১৪	৮১	৮৬৭
	৭) খুলনা মেডিকেল কলেজ	৯৬	৯৬	৬০৬
	৮)শের-এ-বাংলা মেডিকেল কলেজ	৩৯	৩৯	২২৩
	৯) যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৫	৪৫	৫৮
ঢাকার বাইরে মোট		**৬৭২**	**৭৩৯**	**৭,০৯২**
সর্বমোট		**২,৭৪৯**	**২,৬৩৪**	**২৩,৮২৫**

(ছ) কোভিড-১৯ সংক্রান্ত লজিস্টিক মজুদ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য (২১/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

সরঞ্জামের নাম	মোট সংগ্রহ	মোট বিতরণ	বর্তমান মজুদ
পিপিই (PPE)	১৪,৬৭,০৪০	১০,৯৩,১১৯	৩,৭৩,৯২১

(জ) সারাদেশে ৬৪ জেলার সকল উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তত করা হয়েছে- ৫০৭ টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে-২৭,৬৪৫ জনকে।

(ঝ) স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানে হটলাইনে যুক্ত চিকিৎসক সংখ্যা (১৯/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত): ৩,৯৬৪ জন।

(ঞ) কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও হাসপাতাল সংক্রমণ এবংনিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষন (১৯/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):

চিকিৎসক (জন)	নার্স (জন)
৩,৬২৫	১,৩১৪

(ট) আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জনকে কোয়ারেন্টাইন এ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে বর্তমানে উক্ত ক্যাম্পে মোট ৩৪২ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে।

(ঠ) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলায় লকডাউনকৃত বিভাগ/জেলা/এলাকার বিবরণ (২১/০৪/২০২০ খ্রিঃ সকাল ০৮.০০ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ	বিভাগের নাম	পূর্ণাঙ্গভাবে লকডাউনকৃত জেলা	সংখ্যা	যে সকল জেলার কিছু কিছু এলাকা লকডাউন করা হয়েছে	সংখ্যা
১।	ঢাকা	গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, টাঙ্গাইল ও মুন্সিগঞ্জ	১০	ঢাকা, ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জ	০৩
২।	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর	০৪	-	-
৩।	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০৬	চট্টগ্রাম, বান্দরবান, ফেনী	০৩
৪।	রাজশাহী	রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট	০৩	বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ	০৩
৫।	রংপুর	রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়	০৭	কুঁড়িগ্রাম	০১
৬।	খুলনা	চুয়াডাঙ্গা	০১	খুলনা, বাগেরহাট, যশোর ও নড়াইল	০৪
৭।	বরিশাল	বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও পিরোজপুর	০৪	ভোলা ও ঝালকাঠি	০২
৮।	সিলেট	সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ	০৪	-	-

(ড) বাংলাদেশে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (২১/০৪/২০২০খ্রিঃ):

বিষয়	২৪ ঘন্টায় সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যবধি
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৪২৩	৬,৭২,৩২১
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১৬৪	৩,২৩,১৪৪
দু'টি সমূদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমূদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১৮৪	১৪৪৮৬
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	০	৭,০২৯

৩। **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ**

(ক) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৪৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ এবং ৯৪ হাজার ৬ শত ৬৭ মেঃ টন জিআর চাল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের বিস্তারিত ৩ (ঞ) তে প্রদান করা হয়েছে।

(খ) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত সারাদেশে ত্রাণ গ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা এবং প্রয়োজনীয় ত্রাণের পরিমান নির্ধাণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখে একটি কমিটি গঠনপূর্বক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছেঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী	দপ্তর/সংস্থা	
০১	জনাব মোঃ আকরাম হোসেন, অতিরিক্ত সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
০২	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, অতিরিক্ত সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩	জনাব রওশন আরা বেগম, অতিরিক্ত সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৪	জনাব এ. কে. এম মারুফ হাসান, উপসচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ ইফতশখারুল ইসলাম, পরিচালক	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
০৬	ড. হাবিবুল্লাহ বাহার, উপ-পরিচালক	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	সদস্য
০৭	জনাব শাব্বির আহমেদ, সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮	জনাব মোঃ শাহজাহান, সিনিয়র সহকারী সচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৯	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, প্রোগ্রামার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	জনাব কামাল হোসেন, ম্যানেজার	এনআরপি প্রকল্প, ডিডিএম পার্টা	সদস্য
১১	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, উপসচিব	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং জনাব এস, এম, হুমায়ূন রশিদ তরুণ, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।			

<u>এ কমিটির কর্মপরিধি নিম্নরূপঃ</u>

ক. সকল বিভাগ হতে প্রাপ্ত সারা দেশের উপকারভোগীর তালিকা এবং এপ্রিল হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ত্রাণের (চাল) পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

খ. আগামী ২১/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা।

(গ) নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৫৫ জন কর্মকর্তাকে বিভাগ/জেলাওয়ারী ত্রাণ কার্যক্রম মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) বাংলাদেশ সরকার মালদ্বীপে অবস্থানরত অভিবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত মানবতের পরিস্থিতি লাঘবে নিম্নোক্ত ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ করেছেঃ

ক্রঃ নং	ত্রাণসামগ্রীর নাম	ত্রাণসামগ্রীর পরিমান
১	চাল	৪০ (চল্লিশ) মেঃ টন
২	আলু	১০ (দশ) মেঃ টন
৩	মিষ্টি আলু	১০ (দশ) মেঃ টন
৪	ডাল (মশুর)	১০ (দশ) মেঃ টন
৫	পেঁয়াজ	৫ (পাঁচ) মেঃ টন
৬	ডিম	৫ (পাঁচ) মেঃ টন
৭	সবজি	৫ (পাঁচ) মেঃ টন

(ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোড়ক/প্যাকেট/বস্তায় ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিতরণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত নিয়োক্ত নির্দেশনাবলী সকল জেলা প্রশাসককে প্রদান করা হয়েছেঃ

করেনা ভাইরাস মোকাবিলায় মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য প্রয়োজন অনুযায়ী জেলা প্রশাসনগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)/উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) এর নিকট উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/ইউপি চেয়ারম্যানের অনুকূলে সরকারী আদেশ জারি করা হয়।

উক্ত ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ইতোপূর্বে অত্র মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত সকল বিধি-বিধানের সাথে নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালন করতে হবেঃ

১. ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য মোড়ক/প্যাকেট/বস্তায় বিতরণ করতে হবে;
২. মোড়ক/ প্যাকেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি ছবিসহ "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার" এবং বস্তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি ব্যতীত শুধুমাত্র "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার" লিখতে হবে;
৩. মোড়ক/প্যাকেট/বস্তার গায়ে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" সম্বলিত গোল সীল ব্যবহার করতে হবে;
৪. ত্রাণ সামগ্রী ও শিশু খাদ্য উত্তোলন এবং বিতরণে সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসারগণ সার্বক্ষণিকভাবে উপস্থিত থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না।

(চ) সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে করনীয় বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এ মন্ত্রণালয় হতে পত্রের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে সে সকল কর্মহীন লোক (যেমন- রাস্তায় ভাসমান মানুষ, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, দিন মজুর, রিক্সা চালক, ভ্যান গাড়ী চালক, পরিবহণ শ্রমিক, রেষ্টুরেন্স শ্রমিক, ফেরীওয়ালা, চা শ্রমিক, চায়ের দোকানদার) যারা দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে সংসার চালায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ত্রান বিতরণ করতে হবে।
- যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতে সংকোচ বোধ করেন তাদের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে বাসা/ বাড়ীতে খাদ্য সহায়তা পৌছেঁ দিতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিকসহ উপরে উল্লিখিত উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিত্তশালী ব্যক্তি/ সংগঠন/এনজিও কোন খাদ্য সহায়তা প্রদান করলে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকার সাথে সমন্বয় করবেন যাতে দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং কোন উপকারভোগী যেন বাদ না পড়ে।
- ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ত্রাণ বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অবশ্যই মানতে হবে।

(ছ) দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে চিকিৎসা, কোয়ারেন্টাইন, আইনশৃঙ্খলা, ত্রাণ বিতরণ ও দূর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৭৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত এসব নির্দেশনাসমূহের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা রয়েছে। এ সকল নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

১. ত্রাণ কাজে কোন ধরণের দুনীতি সহ্য করা হবে না;

২. দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে;

৩. সোস্যাল সেফটি-নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

৪. সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংগে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে;
৫. জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবে;

৬. সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন- কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহণ শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যাক্তা/বিধবা নারী এবং হিজরা সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;
৭. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সব সরকারী কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

(জ) নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটি কালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরী দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য এবং এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের ১০ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নির্ধারিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করছেন।

অব্যাহত রয়েছে। এনডিআরসিসি থেকে দিনে ৩ ঘন্টা পর পর করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হচ্ছে।

(ঝ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১। চীন হতে প্রত্যাগত ০১/০২/২০২০ হতে ১৬/০২/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩১২ জনের মধ্যে খাবার, বিছানাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে ১৪/০৩/২০২০ ও ১৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ইতালি থেকে প্রত্যাগত প্রবাসী নাগরিকদের যথাক্রমে ১৫০, ১৭০ ও ২৪৮ জনের মধ্যে খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবহার্য লজিস্টিক সার্পোট প্রদান করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩। রোহিঙ্গা ও জেনেভো ক্যাম্প এবং বস্তিসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলান্টিয়ারদেরকে সচেতনমূলক কাজে নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৫। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতে সহায়তা করা হচ্ছে।

৭। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

৯। দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১০। স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিপিই (personal protection equipment) সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১১। গত ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪.০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি'র সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের একটি সভা এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) এর ৩য় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.১.৭-এ বর্ণিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ১৮ নম্বর ক্রমিকের নির্দেশনার আলোকে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ বিস্তার লাভ করায় এবং একে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করায় এ সভা আহ্বান করা হয়। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইএমইডি'র সচিবসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) প্রতিটি জেলায় ডেডিকেটেড হসপিটালসহ প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, নার্স, ড্রাইভার, এ্যম্বুলেন্স, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২) মানবিক সহয়তা বিতরণের ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে পূর্বহ্নে পুলিশ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

(৩) করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সম্পদ, সেবা জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ভবন, যানবহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুম দখল বা রিকুজিশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখতে হবে।

(৪) করোনা ভাইরাস যেহেতু সংক্রামক ব্যধি সেহেতু ধ্বংসাবশেষ, বর্জ্য অপসারণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংবাদটি ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ব্রেকিং নিউজ	
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন আপনার পাশে আছেন, প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
খ)	সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
গ)	অতি প্রয়োজন ব্যতিত ঘরের বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
ঘ)	স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন।
	প্রচারেঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

(ঞ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমঃ

(১) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	১৬-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দ (মেঃটন)	২০-০৪-২০২০ তারিখে ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দ (মেঃটন)		১৬-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ (টাকা)	২০-০৪-২০২০ তারিখে ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ (টাকা)		১৬-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	২০-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা))
১	ঢাকা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	২৬০৩	উত্তরঃ ২০০ দক্ষিণঃ ২০০ জেলাঃ ১০০	৫০০	১৩৫৯৯৫০০	ঢাকা উত্তরঃ ৮০০০০০ ঢাকা দক্ষিণঃ ৮০০০০০ জেলার জন্যঃ ৪০০০০০	২০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
২	গাজীপুর (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৬৬৪	সিটিকর্পোঃ১৫০ জেলাঃ ১০০	২৫০	৭২৬২০০০	গাজীপুর সিটিঃ ৬০০০০০ জেলার জন্যঃ ৪০০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৩	ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৮০৬	সিটিঃ ৮০ জেলাঃ ১৭০	২৫০	৬৮৯২৫০০	সিটি কর্পোঃ ৩২০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৮০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৪	ফরিদপুর	A শ্রেণী	১৩০৭		১৫০	৫৮৫৪০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৫	কিশোরগঞ্জ	A শ্রেণী	১৫৪৪		১৫০	৬১০০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৬	নেত্রকোনা	A শ্রেণী	১৬৮৫		১৫০	৫৯০১০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৭	টাংগাইল	A শ্রেণী	১৩৪৪		১৫০	৫৮৫০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৮	নরসিংদী	B শ্রেণী	৯২০		১০০	৪৪০৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৯	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণী	১০৪৭		১০০	৪৩৭৭০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
১০	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণী	১০৩৫		১০০	৪৪৫৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ (মহানগরীসহ)	B শ্রেণী	১৭৮৫	সিটিঃ ৮০ জেলাঃ ১৭০	২৫০	৬৯৫৫০০০	সিটি কর্পোঃ ৩২০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৮০০০০	১০০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
১২	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণী	১১১২		১০০	৪৯৭৪০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
১৩	জামালপুর	B শ্রেণী	১২৪৪		২০০	৪৫৬০০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
১৪	শরীয়তপুর	B শ্রেণী	৯৯৮		১০০	৪৪৮৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
১৫	রাজবাড়ী	B শ্রেণী	১০০৭		১০০	৪৫৪৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
১৬	শেরপুর	B শ্রেণী	১০২৪		১০০	৪৬৩০০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
১৭	মাদারীপুর	C শ্রেণী	৯৬৫		১০০	৩২০০০০০		৪০০০০০	৭০০০০০	২০০০০০
১৮	চট্টগ্রাম (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	২২৩২	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ২০০	৩০০	৭৮৫০০০০	সিটি কর্পোঃ ৩৩০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৭০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
১৯	কক্সবাজার	A শ্রেণী	১২৯৫		১৫০	৫৭৫২৫০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
২০	রাংগামাটি	A শ্রেণী	১৬১৩		১৫০	৫৮৭০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	A শ্রেণী	১৩১৫		১৫০	৫৯০৫০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
২২	কুমিল্লা (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৯১৩	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ২০০	৩০০	৭১৫৫০০০	সিটি কর্পোঃ ৩৩০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৭০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
২৩	ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়া	A শ্রেণী	১৪০০		১৫০	৫৯০০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
২৪	চাঁদপুর	A শ্রেণী	১৩৩৪		১৫০	৫৮১০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
২৫	নোয়াখালী	A শ্রেণী	১৩২৬		১৫০	৫৯০০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
২৬	ফেনী	B শ্রেণী	১৪৪৮		১০০	৫৫৯৮২৬৪		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
২৭	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণী	১৩০০		১০০	৪৯১৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
২৮	বান্দরবান	B শ্রেণী	১০৫২		১০০	৪৬৪০০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
২৯	রাজশাহী (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৯৪৮	সিটিঃ ৯০ জেলাঃ ১৬০	২৫০	৭০৩৭৫০০	সিটি কর্পোঃ ৩৬০০০০ জেলার জন্যঃ ৬৪০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৩০	নওগাঁ	A শ্রেণী	১২৯২		১৫০	৫৮৫৫০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০

৩১	পাবনা	A শ্রেণী	১২৮০		১৫০	৫৯১০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৩২	সিরাজগঞ্জ	A শ্রেণী	১৪৫৩		১৫০	৫৬১০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৩৩	বগুড়া	A শ্রেণী	১৪১৮		১৫০	৬৪৩০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৩৪	নাটোর	B শ্রেণী	৯৫৫		১০০	৪৪১৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণী	৯৪৮		১০০	৪৭০৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	B শ্রেণী	৯৯৬		১০০	৪৪০০০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৩৭	রংপুর (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	২০৩৫	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ১৫০	২৫০	৬৮৯৬৫০০	সিটি কর্পোঃ ৪০০০০০ জেলার জন্যঃ ৬০০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৩৮	দিনাজপুর	A শ্রেণী	১৩২৬		১৫০	৫৯৯৪০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	A শ্রেণী	১৩৫৮		১৫০	৫৮৪০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৪০	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণী	১০৪৮		১০০	৪৪৮৯০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৪১	পঞ্চগড়	B শ্রেণী	১১৭১		১০০	৪৪৪৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৪২	নীলফামারী	B শ্রেণী	১০৮১		১০০	৪৪০৬০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৪৩	গাইবান্ধা	B শ্রেণী	১০০৯		১০০	৪৫৩৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৪৪	লালমনিরহাট	B শ্রেণী	১০১২		১০০	৪৪১২৫০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৪৫	খুলনা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৯৯০	সিটিঃ ১০০ জেলাঃ ১৫০	২৫০	৬৮৫৭০০০	সিটি কর্পোঃ ৪০০০০০ জেলার জন্যঃ ৬০০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৪৬	বাগেরহাট	A শ্রেণী	১৬৯৩		১৫০	৫৯৫০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৪৭	যশোর	A শ্রেণী	১৩৪৪		১৫০	৫৮২৭০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৪৮	কুষ্টিয়া	A শ্রেণী	১২২০		১৫০	৫৮০০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৪৯	সাতক্ষীরা	B শ্রেণী	১০০০		১০০	৪৪৫০০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৫০	ঝিনাইদহ	B শ্রেণী	১০২৮		১০০	৪৪১৬০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৫১	মাগুরা	C শ্রেণী	৮৩৫		১০০	৩২৫৪৫০০		৪০০০০০	৭০০০০০	২০০০০০
৫২	নড়াইল	C শ্রেণী	৯১১		১০০	৩২৪৬৫০০		৪০০০০০	৭০০০০০	২০০০০০
৫৩	মেহেরপুর	C শ্রেণী	১০৪১		১০০	৩১৭৫০০০		৪০০০০০	৭০০০০০	২০০০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	C শ্রেণী	৯৮৩		১০০	৩১৪৯৫০০		৪০০০০০	৭০০০০০	২০০০০০
৫৫	বরিশাল (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৭৪৫	সিটিঃ ৬০ জেলাঃ ১৯০	২৫০	৬৮৫৬০০০	সিটি কর্পোঃ ২৪০০০০ জেলার জন্যঃ ৭৬০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	A শ্রেণী	১৩০৬		১৫০	৫৯০০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৫৭	পিরোজপুর	B শ্রেণী	১০৮৯		১০০	৪৮৭৪০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৫৮	ভোলা	B শ্রেণী	১০৭৭		১০০	৪২২৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৫৯	বরগুনা	B শ্রেণী	১০০৮		১০০	৪২৫০০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
৬০	ঝালকাঠি	C শ্রেণী	৯৩৩		১০০	৩০৯১৫০০		৪০০০০০	৭০০০০০	২০০০০০
৬১	সিলেট (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১৮৭১	সিটিঃ ৭০ জেলাঃ ১৮০	২৫০	৬৯৬০০০০	সিটি কর্পোঃ ২৮০০০০ জেলার জন্যঃ ৭২০০০০	১০০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৬২	হবিগঞ্জ	A শ্রেণী	১৫৭৫		১৫০	৫৮২৪০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	A শ্রেণী	১৩৯৫		১৫০	৫৮১০০০০		৮০০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০
৬৪	মৌলভীবাজার	B শ্রেণী	১৩৭৫		১০০	৪৫৩৫০০০		৬০০০০০	৮০০০০০	২০০০০০
		মোট=	৮৫০৬৭		৯৬০০ (নয় হাজার ছয়শত মেঃ টন)	৩৪৭১৭২২৬৪		৪৭০০০০০০ (চার কোটি সত্তর লক্ষ)	৬৩৪০০০০০	১৬০০০০০০ (এক কোটি ষাট লক্ষ)

(সূত্র: ত্রাণ কর্মসূচী-১ শাখার ২০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৫১.০০.০০০০.৪২১.১৪.০০৯.১৮.১৭৩)

স্বাক্ষরিত/- ২১.০৪.২০২০খ্রি:

(কাজী তাসমীন আরা আজমিরী)
উপসচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪
Email: ndrcc.dmrd@gmail.com

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০১.২০২০.২৬৬/১ (৬০৫) তারিখঃ ২১/০৪/২০২০খ্রিঃ

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতা /পদ মর্যাদার ক্রমানুসারে নয়)

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০৩। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
০৪। সিনিয়র সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৯। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১৮। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৯। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব স্বাস্থ্য সেব বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। সচিব, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২। সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।
৩৩। সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৪। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৭। অতিরিক্ত সচিব (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৩৮। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, মহাখালী, বা/এ , ঢাকা।
৩৯। মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪০। মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪১। মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৪২। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।
৪৩। যুগ্মসচিব (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও ত্রাণমন্ত্রণালয়।
৪৪। পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪৫। পরিচালক-৪, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪৬। পরিচালক (ত্রাণ), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২-৯৩, বা/এ,মহাখালী, ঢাকা।
৪৭। পরিচালক (প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ৬৮৪-৬৮৬, বড় মগবাজার, ঢাকা।
৪৮। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯। জেলা প্রশাসক, ...(সকল)
৫০। উপসচিব (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৫১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার-১/২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫২। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৫৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার -------------------------(সকল)

৫৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (প্রতিবেদনটি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫৫। সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
৫৬। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের NDRCC (জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র) ২৪ ঘন্টা (২৪X৭) খোলা থাকে। দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য NDRCC'র নিম্ন বর্ণিত টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ emailএ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ টেলিফোন নম্বরঃ ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪৯১১৬, ৯৫৪০৪৫৪; ফ্যাক্স নম্বরঃ ৯৫৪০৫৬৭, ৯৫৭৫০০০; Email: ndrcc.dmrd@gmail.com, ndrcc@modmr.gov.bd

দুর্যোগের আগাম বার্তা পাওয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ১০৯০ টোল ফ্রি নম্বরে ডায়াল করুন।

27/8/2020

(কাজী তাসমীন আরা আজমিরী)
উপসচিব (এনডিআরসিসি)
ফোন: ৯৫৪৫১১৫, ৯৫৪০৪৫৪
Email: ndrcc.dmrd@gmail.com